ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 160 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩১৬ ● কলকাতা ● ০৮ অগ্রহায়ন, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ২৫ নভেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 123

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আর সেই কারণে চিত্তের এক বিশালতা প্রাপ্ত হয়ে যায় আর 'আমি'র অহংকারের অস্তিত্ব থেকে আমরা বাইরে এসে যাই। আর পৃথ্বীতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে কোথাও না কোথাও আমরা আমাদের জড়ের (মূলের) সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাই। কারণ মাটি আমাদের জীবনের অভিন্ন অঙ্গ। আমাদের উৎপত্তিতে আমাদের প্রতিপালনে ঐ মাটি বড় মহত্ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ক্রমশঃ

৬০ জন বিএলও-র বিরুদ্ধে দায়ের FIR

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বুথ স্তরীয় আধিকারিকের বিরুদ্ধে দায়ের হল এফআইআর। নিলম্বিত (সাসপেন্ড) করা হল আরও দু'জনকে। যখন একদিকে কমিশনের বিরুদ্ধে লাগাতর অভিযোগ তুলে যাচ্ছেন বিএলও-রা। সেই আবহে এই পদক্ষেপ কার্যত নজিরবিহীন। ইতিমধ্যে বাংলায় প্রাণ গিয়েছে ৩ জন বিএলও-র। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে কমিশন। একই অবস্থা এসআইআর প্রক্রিয়া চলা কেরলেরও।তাই সেই সূত্র ধরেই তাঁদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়েরের নির্দেশ দেন জেলাশাসক। অন্যদিকে বেহরিচে নিলম্বিত হয়েছেন দু'জন বিএলও। প্রথম জনের নাম শামা নাফিজ়, তিনি স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষিকা। তাঁকে কমিশন বিএলও হিসাবে নিযুক্ত করলেও, কোনও কাজই করেননি তিনি। পাশাপাশি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তরফে ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি। সাসপেন্ড হওয়া দ্বিতীয় বিএলও-র নাম অনুরাগ। তিনিও নিজের দায়িত্ব পূরণ না করায় তাঁকে সাসপেন্ড করেছে কমিশন।সেখানে 'কাজের চাপে' আত্মঘাতী এক বিএলও। এবার এই আবহেই

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

“ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ মানেই কঠোর নজরদারি – ফের বড় ধাক্কা বালি মাফিয়াদের”

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অবৈধ বালি পাচার রুখতে সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যে যে কয়েকটি জেলা সবচেয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছে, তার প্রথম সারিতে এখন নাম ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের। একের পর এক সফল অভিযান, নিয়মিত নাকা চেকিং, সীমান্তে নজরদারি—সব মিলিয়ে জেলার আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আজ কার্যত বালি মাফিয়াদের আতঙ্ক। স্থানীয়দের কথায়, “এখন আর পাচারকারীরা বালি নয়—ডর নিয়ে হাঁটে!” এই লাগাতার সাফল্যের ধারাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে সোমবার ভোরে ফের বড় পদক্ষেপ। জামবনি থানার পুলিশ বাংলা ও ঝাড়খণ্ডের সীমান্ত লাগোয়া চিঁচিড়া এলাকায় নাকা চেকিংয়ের সময় আটক করা হল পাঁচটি বালি বোঝাই লরিকে। কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় পাচারে যুক্ত পাঁচ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের পরিচয় মিলেছে—ঝাড়খণ্ডের দেওঘর জেলার সামসুল আনসারি এবং আজাহার আনসারির নাম রয়েছে। পাশাপাশি পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা থানার বাসিন্দা সুনীল মাহালি, অনিল সরেন এবং গুরুপদ সিং-ও পুলিশি জালে ধরা পড়েন। সোমবার তাঁদের ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে মহামান্য বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। সম্প্রতি গত এক সপ্তাহে একই চিঁচিড়া এলাকা থেকে ৯টি লরি ও ৭ জনকে আটক করেছিল পুলিশ। মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে পরপর দুটি অভিযান—একে সফলতা বললে কম বলা হবে, মত স্থানীয়দের। তাঁদের ভাষায়—“এই টানা অ্যাকশন না হলে বালি কারবার আবার মাথা চাড়া দিত।” পুলিশ সূত্রে খবর, সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে গোপনে পাচারের চেষ্টা চলছিল। নদীভাঙন, পরিবেশ ধ্বংস থেকে শুরু করে বেআইনি বাণিজ্যের অর্থনৈতিক প্রভাব—সব মিলিয়ে অবৈধ বালির ব্যবসা এক সময় এলাকাকে ধীরে ধীরে বিপজ্জনক জোনে ঠেলে দিচ্ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক অভিযান পরিস্থিতির মোড় ঘোরাতে শুরু করেছে। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে সীমান্ত লাগুয়া এলাকাগুলিতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে অবৈধ বালি পাচার রুখতে।ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসনের বার্তা স্পষ্ট—“অবৈধ বালির ব্যবসা কোনও অবস্থাতেই বরদাস্ত নয়। অভিযান চলবে, আইন কথা বলবে।”পুলিশের এই উদ্যোগে খুশি সাধারণ মানুষ। তাঁদের বিশ্বাস— “এই ধারাবাহিক কঠোরতা বজায় থাকলে নদীও বাঁচবে, এলাকা-ও।” ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের লাগাতার সাফল্যে খুশি এলাকার মানুষজন। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশকে তাঁরা ধন্যবাদ জানান।

১০০ দিনের বকেয়া আদায়ে ফের দিল্লি অভিযানের ডাক অভিষেকের!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বকেয়া কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা আদায়ের দাবিতে আবারও জোরদার আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার ভার্চুয়াল বৈঠকে ঘোষণা করেন, খুব শীঘ্রই দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে রাজ্যের দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে বৃহত্তর বিক্ষোভ। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে তৃণমূল আবারও বকেয়া টাকার ইস্যুকে সামনে নিয়ে রাজনৈতিকভাবে চাপ বাড়ানোর কৌশল নিচ্ছে। যদিও তৃণমূলের দাবি, এটি কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, বরং রাজ্যের অধিকার ও শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা নিশ্চিত করার লড়াই।

সব মিলিয়ে, রাজ্যে বিধানসভা ভোটে আগে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দিল্লিতে তৃণমূলের এই বৃহত্তর আন্দোলন রাজনৈতিক মহলে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে।পার্লামেন্টের চলতি অধিবেশনের সময়েই এই কর্মসূচি নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

অভিষেকের বক্তব্য অনুযায়ী, কেন্দ্রের কাছ থেকে বাংলার বকেয়া পাওনা আদায় করে নিয়ে আসায় এই বিক্ষোভের মূল উদ্দেশ্য। তিনি জানান, 'আসন্ন দিনে আমরা দিল্লিতে এক বিশাল আন্দোলনের নেতৃত্ব দেব। সংসদের সেশন

এরপর ৩ পাতায়

মন্দারমণিতে মৎস্যজীবীদের জালে পুলিশ কর্তার ছেলের দেহ!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দু'দিনের টানটান উদ্বেগ অবশেষে শোকে পরিণত হল। মন্দারমণির সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়া পূর্ব বর্ধমানের পুলিশ অফিসারের ছেলে সুরজ বসুর দেহ সোমবার সকালে উঠে এল মৎস্যজীবীদের জালে । এক মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল পরিবারের আশা-আকাঙ্খা।তবে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশের দাবি, পুলিশ ও কোস্টাল ফোর্সের পক্ষ থেকে নিয়মিত সতর্ক করা হয়। নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু পর্যটকের সচেতনতা না বাড়লে বিপদ পুরোপুরি রোখা কঠিন।

সুরজের মৃত্যুর পর আবারও শোক, আতঙ্ক আর প্রশ্নে মোড়া হয়ে উঠেছে মন্দারমণির সমুদ্রতট। উত্তাল সাগরকে ঠেকানো যায় না, কিন্তু সমুদ্রে নামার সময় কি আর একটু সতর্কতা অবলম্বন করা যায় না!খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কোস্টাল থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালেই চার বন্ধুকে নিয়ে মন্দারমণিতে ঘুরতে আসেন ২৪ বছরের সুরজ। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে কলকাতার একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করতেন তিনি। ভাতাড়ের রবীন্দ্রপল্লির ছেলে সুরজ—বাবা পুলিশ অফিসার, মা স্বাস্থ্যদফতরের কর্মী। ছুটির সপ্তাহান্তে বন্ধুদের সঙ্গে সমুদ্রস্নানের আনন্দে মাততেই সমুদ্রতটের একটি হোটেলে ঘর ভাড়া নেন তাঁরা। দুপুরের মধ্যেই চলে যান সমুদ্রে।

কিন্তু সেই আনন্দ মুহূর্তেই মুছে দেয় উত্তাল সাগর। বন্ধুরা জানান, আচমকা উঁচু ঢেউ এসে সুরজকে টেনে নিয়ে যায় গভীর সমুদ্রে। ঘটনার আকস্মিকতায় কেউই কিছু বোঝার আগেই স্রোতের টানে

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

৬০ জন বিএলও-র বিরুদ্ধে দায়ের FIR

৬০ জন বিএলও-র বিরুদ্ধে দায়ের হল FIR। ঘটনা উত্তর প্রদেশের। ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জনের কাজে যুক্ত থাকা ৬০ জন বিএলও এবং সাত জন সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে তিনটি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নয়ডা জেলা প্রশাসন। এসআইআর-এর কাজে উর্ধ্বতনের নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগ তাঁদের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি উত্তর প্রদেশের বেহরিচেই নিলম্বিত হয়েছেন আরও দু'জন বিএলও।

সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের একটি প্রতিবেদন তরফে জানা গিয়েছে, জনপ্রতিনিধি আইন ৩২-এর ধারা ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিএলওদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়েরের নির্দেশ দিয়েছেন নয়ডার জেলাশাসক মেধা রূপম। তিনি বর্তমানে এসআইআর-এর কাজে জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। প্রশাসনিক দফতর সূত্রে খবর, এই বিএলও-দের বারংবার নোটিস পাঠানো হয়েছিল। তারপরেও তাঁরা তাঁদের কাজের রিপোর্ট দফতরে পাঠাননি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ দিনের পর দিন অমান্য করেছেন বলেই অভিযোগ।

(২ পাতার পর)

১০০ দিনের বকেয়া আদায়ে ফের দিল্লি অভিযানের ডাক অভিষেকের!

চলাকালীন তৃণমূলের পক্ষ থেকে দুটি প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয় দফতরে যাবে—একটি পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকে, অন্যটি জল জীবন মিশন মন্ত্রকে। দেখে নিতে চাই, কীভাবে বিজেপি বা দিল্লি পুলিশ সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের লড়াই থামাতে পারে।'

অভিষেক অভিযোগ করেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মনরেগার বরাদ্দ এখনও ছাড়েনি কেন্দ্র। তাঁর কথায়, 'বিজেপি শাসিত সরকার বাংলার মানুষের সঙ্গে বৈষম্য করছে। বিশেষ করে ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রেখে তাঁরা গরিব শ্রমিকদের জীবনে চরম অসুবিধা তৈরি করেছে।' যদিও কেন্দ্র বারবার দাবি করেছে যে তহবিল আটকে থাকার মূল কারণ প্রকল্পে অনিয়ম, তৃণমূল এই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই মনরেগা, গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প এবং জল জীবন মিশনের মতো বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে তহবিল আটকে রাখার অভিযোগ তুলছে রাজ্যের শাসকদল। এ নিয়ে অতীতে দিল্লিতে অবস্থান বিক্ষোভও করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কর্মসূচিতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার শ্রমিকদের নিয়ে তিনি কেন্দ্রের শ্রম দফতরের সামনে অবস্থানে বসেছিলেন। এবার ফের দিল্লিতে বৃহত্তর আন্দোলনের মাধ্যমে কেন্দ্রকে চাপের মুখে ফেলতে চাইছে তৃণমূল।

দলের ভেতর থেকে খবর, এই আন্দোলনের জন্য ইতিমধ্যেই সংগঠনিক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। জেলার নেতৃত্বের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক করে আন্দোলনের রূপরেখা স্পষ্ট করা হচ্ছে।

তৃণমূলের SIR প্রতিবাদ এবার দিল্লিতে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এসআইআর নিয়ে এবার দিল্লিতে বড়সড় প্রতিবাদে নামছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার দলের নেতৃত্বের সঙ্গে ভারচুয়াল বৈঠকে তার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০ সাংসদকে নিয়ে একটি টিম গড়ে দিলেন তিনি। তাঁদের দিলেন বিশেষ দায়িত্ব।সোমবার এসআইআরের কাজে যুক্ত দলীয় কর্মীদের নিয়ে ভারচুয়াল বৈঠক করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে কাজের অগ্রগতি নিয়ে খোঁজখবর নেন। যেসব জায়গায় কম কাজ হয়েছে, তা নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্তদের কড়া বার্তা দেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। কাজ শেষ করার সময় বেঁধে দেন। তা যাতে সুষ্ঠুভাবে হয়, তার জন্য রাজ্যের মন্ত্রী-বিধায়কদের বিভিন্ন জোন ভাগ করে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়েছেন অভিষেক।দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে গিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দেওয়া হল তাঁদের। অভিষেকের পরামর্শ, দিল্লি গিয়ে সাক্ষাৎকারের সময় চাইতে হবে কমিশনের কাছে। 'অপরিকল্পিত' এসআইআর, তার যাবতীয় সমস্যা পেশ করতে হবে।

সূত্রের খবর, ১০ জনের এই দলে রয়েছেন বর্ষীয়ান সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও'ব্রায়েন,

এরপর ৪ পাতায়

(২ পাতার পর)

মন্দারমণিতে মৎস্যজীবীদের জালে পুলিশ কর্তার ছেলের দেহ!

আরও দূরে ভেসে যান তিনি। মুহূর্তেই ছড়ায় আতঙ্ক। খবর যায় কোস্টাল থানায়।

পুলিশ দ্রুত নামায় তল্লাশি দল। তবে সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয় পরপর দু'দিন। পরিবারের সদস্যরাও পৌঁছে যান মন্দারমণি। অবশেষে সোমবার সকালে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে মৎস্যজীবীদের জালে আটকে যায় একটি দেহ। উপরে তুলে তাঁরা দেখেন, সেটি সুরজ বসুর দেহ। খবর পেয়ে পুলিশ যায় ঘটনাস্থলে। দেহ উদ্ধার করে পাঠানো হয় কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে। ময়নাতদন্তের পরেই দেহ তুলে দেওয়া হবে পরিবারের হাতে।

এই ঘটনার পর ফের প্রশ্নের মুখে মন্দারমণি-দিঘা উপকূলের পর্যটক নিরাপত্তা । অতীতে এমন মৃত্যু হয়েছে বারবার। তবুও কেন পর্যটক সুরক্ষায় কড়া নজরদারি বা নিয়ম মানা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না—এ নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে। স্থানীয়দের দাবি, কিছু পর্যটক সতর্কবার্তা অমান্য করে অতিরিক্ত উৎসাহে উত্তাল ঢেউয়ের মুখোমুখি হন। আর সেই বেপরোয়া সিদ্ধান্তের মাশুল গুনতে হয় তাঁদের পরিবারকে।

ভ্রম সংশোধনী

গতকাল ২৪।১১।২০২৫ তারিখে ৩ নং. পেজে প্রকাশিত **সুকুমার বিশ্বাস, নিউজলপাইগুড়ি** মহাশয়ের নিউজে **"বিএলওকে খুনের 'হুমকি', গ্রেপ্তার শাহজাহান ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা"** হেডিং-এর পরিবর্তে **"ময়নাগুড়ি শহরের মাছ বাজার পরিদর্শনে ভাইস চেয়ারম্যান"** পড়তে হবে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলটির জন্য আমরা খুবই দুঃখিত।

সম্পাদক মন্ডলী

সম্পাদকীয়

ফের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর

ফের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। SIR-এর কাজে বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের কর্মীতে অনীহা কেন, প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী। সিইও দফতরে কর্মী থাকা সত্ত্বেও কেন বাইরে থেকে নিয়োগ করা হল? তাঁর দাবি বিশেষ রাজনৈতিক দলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।বিএলওদের পাশে থেকে মুখ্যমন্ত্রীর আরও সংযোজন, "আমি আপনাকে অনুরোধ করব জোর করে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে তা বন্ধ করার জন্য। দয়া করে যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা প্রদান করে এবং সময়সীমা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পুনর্মূল্যায়ন করার সিদ্ধান্ত নিন। যদি এখুনি এই পন্থা সংশোধন না করা হয়, তাহলে বিএলও এবং নাগরিকদের জন্য পরিণতি মারাত্মক হবে। নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং আমাদের গণতান্ত্রিক কাঠামোর অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য এই হস্তক্ষেপ কেবল প্রয়োজনীয় নয় বরং অপরিহার্য" জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ খতিয়ে দেখে যথাযথ উত্তর দেওয়া হবে।কমিশনের প্রস্তাবে প্রশ্ন তুলে চিঠি দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দু'টি বিশেষ বিষয় নিয়ে এই জরুরি চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাতে লেখা হয়েছে, "চুক্তিভিত্তিক ডেটা এন্ট্রি অপারেটরদের দিয়ে কাজ করানো যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের CEO। বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের কর্মীদের দিয়েও কাজ না করানোর কথা বলা হয়েছে। অথচ CEO অফিস ১০০০ ডেটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ করতে চেয়েছে এবং ৫০ জন সফ্টওয়্যার ডেভেলপার নিয়োগের কথাও বলেছেন।" এই প্রসঙ্গে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর আরও প্রশ্ন, "ইতিমধ্যেই জেলায় এই কাজ চলছে, নতুন করে কী প্রয়োজন পড়ল? বাইরের এজেন্সিকে দিয়ে পুরো এক বছরের জন্য একই কাজ করানোর উদ্যোগ নেওয়ার কী প্রয়োজন পড়ল CEO-র ?"

এর আগে গত ২০ তারিখ মুখ্যমন্ত্রী জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি দিয়ে বিএলওদের উপর চাপ প্রয়োগের অভিযোগ আনেন। তাঁর বক্তব্য ছিল বিএলওদের উপর অমানবিক চাপের অভিযোগ আনা হচ্ছে। সেদিন মুখ্যমন্ত্রী লিখেছিলেন, "চলমান বিশেষ নিবিড় সংশোধন ঘিরে পরিস্থিতি গভীর উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাই আমি আপনাকে এই চিঠি লিখতে বাধ্য হচ্ছি। বিএলও এবং নাগরিকদের উপর যেভাবে এই অনুশীলন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে তা কেবল অপরিকল্পিত এবং বিশৃঙ্খলই নয়, বিপজ্জনকও। যথাযথ মৌলিক প্রস্তুতি, পর্যাপ্ত পরিকল্পনা বা স্পষ্ট যোগাযোগের অভাব প্রথম দিন থেকেই এই প্রক্রিয়াটিকে পঙ্গু করে তুলেছিল।"

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ষোলোতম পর্ব)

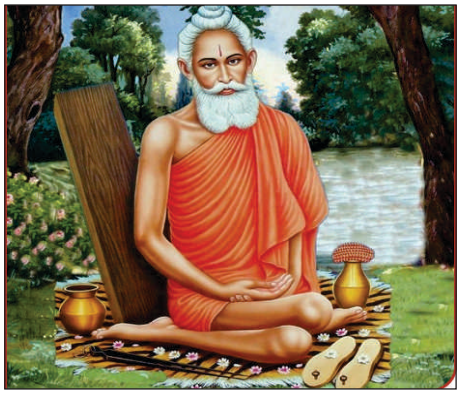

এক মহান তীর্থভূমি। লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয় এই পূণ্যভূমিতে। কেঁদে, মাটিতে গড়াগড়ি খেতে খেতে; অসংখ্য মানুষ নিজেদের দুঃখের কথা জানায় বাবা লোকনাথের কাছে।বাবা বলতেন -"ওরা বড় দুঃখী, ওরা বড় অসহায়। ছোট ছোট ওদের চাওয়া গুলো পূরণ করে দেওয়ার কেউ নেই; তাই তো ওরা আমার আছে ছুটে আসে; ওদের দুঃখের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

তৃণমূলের SIR প্রতিবাদ এবার দিল্লিতে

শতাব্দী রায়, দোলা সেন, মহুয়া মৈত্র, প্রকাশ চিক বরাইক, সাজদা আহমেদ, মমতাবালা ঠাকুর, সাকেত গোখলে। অভিষেক আরও জানিয়েছেন, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় যেহেতু অসুস্থ, তাই তিনি দিল্লি যেতে পারলে যাবেন, নইলে ৯ সাংসদের উপরই এই ভার দেওয়া হচ্ছে।

ঠিক কোন পথে দিল্লির দরবারে এসআইআর প্রতিবাদে সরব হবে তৃণমূল, তার স্পষ্ট রূপরেখা ঠিক করে দিয়েছেন অভিষেক। তাঁর বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনের কাছে ভুলত্রুটির জন্য তালিকা থাকবে না। আর মানুষের উপর অত্যাচার হবে। অপরিকল্পিত SIR সমাজের জন্য ক্ষতিকর। যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁরা কমিশনকে দায়ী করেছেন। তাহলে কেন কমিশনারের বিরুদ্ধে FIR হবে না? এই প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। দু'মাসে তড়িঘড়ি এসআইআরের কাজের জন্য কী কী সমস্যা তৈরি হয়েছে, তা ভালোভাবে পেশ করতে হবে কমিশনের দপ্তরে। ১০ সাংসদকে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন অভিষেক।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

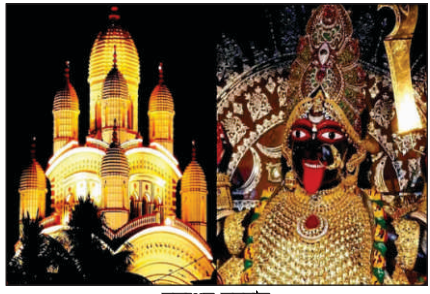

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ভূত ডামর।। ভূতডামরকে হিন্দুরাও যেমন মানে বৌদ্ধেরাও তেমনই। ভূতডামরের একখানি হিন্দুতন্ত্র আছে, আবার একখানি বৌদ্ধতন্ত্রও আছে। দুইটি মিলাইলে আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যা।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ অ্যান্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশন কোড, ২০২০

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর ২০২৫

(তৃতীয় পর্ব)

হয়েছে, ফলে, তারাও আইনের সুবিধা পাবেন। কোড এখন ডাবিং শিল্পী ও স্টান্ট কর্মীদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি এবং আইনি সুরক্ষার সুযোগ প্রদান করছে, যা তাদের কর্মপরিবেশকে আরও নিরাপদ ও ন্যায়সংগত করে।

অডিও-ভিজ্যুয়াল কর্মীদের নিয়োগ একটি চুক্তির মাধ্যমে করা হবে, যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে নিবন্ধিত করতে হবে। এতে তারা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও আইনি সুরক্ষার অধিকার পাবেন, যা নিরাপদ ও ন্যায়সংগত কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করবে।

৯. কর্মরত সাংবাদিক: কর্মরত সাংবাদিকের সংজ্ঞা সম্প্রসারিত করা হয়েছে এবং এখন এর মধ্যে ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা ডিজিটাল মিডিয়ার সাংবাদিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, ফলে শুধু প্রিন্ট সাংবাদিকতা নয়, টিভি, রেডিও, অনলাইন ইত্যাদির সাংবাদিকরাও এর আওতায় এসেছেন, যা সংজ্ঞাটিকে সময়োপযোগী করেছে। এর ফলে, সাংবাদিকরাও অন্যান্য কারখানা বা অফিস কর্মীদের মতো কর্মক্ষেত্রের সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থার আওতায় আসবেন। পূর্বের সংজ্ঞা শুধুমাত্র সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের সীমাবদ্ধ ছিল, যেমন সম্পাদক, লিডার-রাইটার, নিউজ এডিটর, সাব-এডিটর, ফিচার রাইটার, কপি-টেস্টার, রিপোর্টার, সংবাদদাতা, কার্টুনিস্ট, নিউজ ফটোগ্রাফার এবং প্রুফ-রিডার।

১০. স্বাভাবিক কর্মদিবসের ওয়ার্ক-আওয়ার নির্ধারণ: স্বাভাবিক কর্মঘণ্টার সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে কর্মচারীরা যথাযথ পারিশ্রমিক ছাড়া অতিরিক্ত কাজের চাপের সম্মুখীন না হন, ফলে, তাদের স্বাস্থ্য ও কাজ-জীবনের ভারসাম্য সুরক্ষিত থাকে। কোনো কর্মচারীকে দিনে আট ঘণ্টার বেশি ও সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করানো যাবে না। এছাড়া, বিরতির সময় ও মোট কাজের সময়সীমা নির্ধারণের ক্ষমতা উপযুক্ত সরকারকে প্রদান করা হয়েছে।

১১. কর্মঘন্টা ও অতিরিক্ত কাজের (ওভারটাইম) ঘন্টা নির্ধারণে নমনীয়তা: আগে দৈনিক ন ঘণ্টা ও সাপ্তাহিক ৪৮ ঘণ্টা নির্দিষ্ট থাকায় কোনো নমনীয়তা ছিল না। কিন্তু OSH কোডে নিয়মের মাধ্যমে নমনীয়তা আনা হয়েছে, যেমন ৪-দিনের সপ্তাহে প্রতিদিন ১২ ঘণ্টা, ৫-দিনের সপ্তাহে প্রতিদিন ৯.৫ ঘণ্টা এবং ৬-দিনের সপ্তাহে প্রতিদিন আট ঘণ্টা কাজ ওভারটাইম ছাড়া করা যাবে।

উপযুক্ত সরকারকে ওভারটাইম ঘন্টার সীমা নির্ধারণে পূর্ণ নমনীয়তা দেওয়া হয়েছে। আগে এই সীমা ছিল ত্রৈমাসিকে ৭৫ ঘণ্টা, যা এখন উপযুক্ত সরকার নির্ধারণ করতে পারবে।

ওভারটাইম কর্মীর সম্মতিতে হবে। এতে শ্রমিক দুটি সুবিধা পাবেন, অতিরিক্ত সময় কাজ করে বেশি আয় করার সুযোগ এবং দ্বিগুণ হারে মজুরি পাওয়া; পাশাপাশি, ওভারটাইমে সম্মতি দেওয়া সম্পূর্ণ কর্মীর স্বাধীনতা ও নমনীয়তার ওপর নির্ভর করবে।

১২. প্ল্যানটেশন শ্রমিকদের জন্য ESI সুবিধা: প্ল্যানটেশন নিয়োগকর্তা এখন চিকিৎসা সেবার জন্য ESI সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। এতে নিয়োগকর্তার খরচ কমে এবং শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত হয়।

নারী সহায়ক বিধান

১. মহিলা শ্রমশক্তির অংশগ্রহণে বৃদ্ধি: মহিলা শ্রমিকরা এখন সকল প্রতিষ্ঠানে এবং সকল ধরণের কাজে কাজ করার অধিকার পাবেন। মহিলারা রাতের শিফটেও কাজ করতে পারবেন, অর্থাৎ সকাল ৬টার আগে এবং সন্ধ্যা ৭টার পর, তাদের সম্মতি সাপেক্ষে। নিয়োগকর্তাকে অবশ্যই তাদের জন্য যথাযথ নিরাপত্তা, সুবিধা এবং পরিবহণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই বিধান কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গসমতা বাড়ায়, মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করে এবং মহিলা শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ আরও শক্তিশালী করে।

২. ক্রেশ সুবিধা:

যে সব প্রতিষ্ঠানে ৫০ জনের বেশি শ্রমিক রয়েছে, সেখানে ক্রেশ সুবিধা প্রদান বাধ্যতামূলক, পৃথকভাবে বা উপযুক্ত স্থানে যৌথ ক্রেশের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ক্রেশ সুবিধা ৬ বছরের নিচে থাকা শিশু কর্মরত মায়েদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক, কারণ, এটি কর্মক্ষেত্রেই শিশু পরিচর্যার সুযোগ দেয় এবং মহিলাদের কাজ ও পরিবার, উভয়কেই সামঞ্জস্য করতে সাহায্য করে। আগে ক্রেশ সুবিধা শুধুমাত্র মহিলা শ্রমিকদের জন্য ছিল, এখন এটি সকল শ্রমিকের জন্য লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ও সমানভাবে প্রযোজ্য হয়েছে।

বৃদ্ধি অনুকূল বিধান

১. Ease of Doing Business: ইলেকট্রনিক সিঙ্গল নিবন্ধন, সিঙ্গল রিটার্ন, এবং পাঁচ বছর মেয়াদী সিঙ্গল অল-ইন্ডিয়া লাইসেন্স, সঙ্গে বিবেচিত অনুমোদন, ব্যবসা করার সুবিধা বা "Ease of Doing Business" - কে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তোলে। এতে প্রক্রিয়াগত বিলম্ব কমে, অনুবর্তিতা খরচ হ্রাস পায় এবং ব্যবসা শুরু ও পরিচালনার গতি বাড়ে। সহজতর রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি, একক রিটার্ন, একক লাইসেন্স এবং বিবেচিত অনুমোদন আমলাতন্ত্র কমায়, ব্যয় হ্রাস করে এবং

ক্রমশঃ

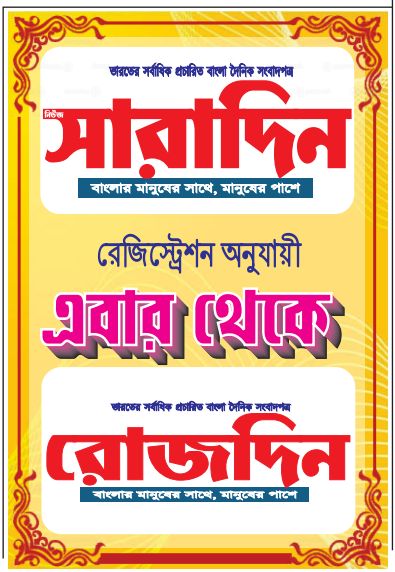

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড কোথায় নিয়ে দাঁড় করাবে বাংলাদেশকে

(প্রথম পর্ব)

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাওয়ার পর একাত্তরের যুদ্ধাপরাধের বিচারে গঠন হয়েছিল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। সেখানেই তাঁর মৃত্যু দণ্ডের সাজা ঘোষণা হল

চিফ রিপোর্টার: রাজনীতির মঞ্চে চার দশকের বেশি বিচরণ, টানা দেড় দশকের বেশি সময় ধরে কর্তৃত্ববাদী শাসন, এরপর জুলাই অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর শেখ হাসিনা এখন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত। বাংলাদেশে রাষ্ট্র কিংবা সরকার প্রধানের দায়িত্ব পালনকারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডিত হলেন।

জুলাই আন্দোলনের সময়ে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে তাঁর সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানকেও। পাঁচ বছর কারাদণ্ডাদেশ হয়েছে বাকি আসামি সাবেক পুলিশপ্রধান চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের। ৭৮ বছর বয়সী শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে এই রায় হয়। অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে গত বছরের ৫ আগস্ট তিনি দেশ ছেড়ে ভারতে গিয়ে ওঠেন। এখনো এখানেই রয়েছেন তিনি। পলাতক থাকায় এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ তিনি পাচ্ছেন না বলে ট্রাইব্যুনালের কৌঁসুলিরা জানিয়েছেন।

উসকানিমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য শেখ হাসিনাকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। হেলিকপ্টার থেকে গুলিবর্ষণের নির্দেশসহ চানখাঁরপুল ও আশুলিয়া হত্যার অপরাধে তাঁর এই সাজা।

বাংলাদেশে এখন আওয়ামী লীগের কার্যক্রম পরিচালনায় রয়েছে নিষেধাজ্ঞা। দলটির কোনো সক্রিয় তৎপরতা না থাকলেও এই রায় ঘিরে অনলাইনে 'শাটডাউন' এর কর্মসূচির প্রচার চালিয়েছিল তারা। তার মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন স্থানে হাতবোমা হামলা ও গাড়ি পোড়ানোর ঘটনা ঘটছে ১৩ নভেম্বর,২০২৫ রায় ঘোষণার পর থেকেই।

অন্যদিকে শেখ হাসিনার ফাঁসির রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে শুরু হয় উল্লাস। এই রায়কে ন্যায়বিচার বলেছে "বিএনপি"। জুলাই অভ্যুত্থানকারীদের গড়া দল "জাতীয় নাগরিক পার্টি"ও বলেছে, শেখ হাসিনার উপযুক্ত বিচারই হয়েছে।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাওয়ার পর একাত্তরের যুদ্ধাপরাধের বিচারে গঠন হয়েছিল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এই ট্রাইব্যুনালেই তার ফাঁসির সাজা হল। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আরও তিনটি মামলা চলছে ট্রাইব্যুনালে। এ ছাড়া আদালত অবমাননার দায়ে তাঁকে এই ট্রাইব্যুনাল এর আগে ছয় মাসের কারাদণ্ডও দিয়েছিলেন।

যে কারণে মৃত্যুদণ্ড:

যে মামলার রায় হয়েছে, এই মামলায় শেখ হাসিনা সহ তিন আসামির বিরুদ্ধে মোট পাঁচটি অভিযোগ আনা হয়েছিল। সেগুলো হলো; উসকানিমূলক বক্তব্য প্রদান; প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের নির্মূল করার নির্দেশ; রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদকে গুলি করে হত্যা; রাজধানীর চানখাঁরপুল এলাকায় আন্দোলনরত ছয়জনকে গুলি করে হত্যা এবং আশুলিয়ায় ছয়জনকে পুড়িয়ে হত্যা করা। ড্রোন ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের অবস্থান শনাক্ত, হেলিকপ্টার ব্যবহার করে গুলি, প্রাণঘাতী গুলি ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের নির্মূল এবং চানখাঁরপুল ও আশুলিয়ায় গুলি করে হত্যার অপরাধে তাঁকে দেওয়া হয়েছে মৃত্যুদণ্ড।

বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ সব অভিযোগেরই প্রমাণ পাওয়ার কথা জানিয়েছেন। ট্রাইব্যুনালের অন্য দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারপতি মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

আল-মামুন নিজের দোষ স্বীকার করে 'অ্যাপ্রুভার' বা রাজসাক্ষী হিসেবে ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দি দিয়েছিলেন। তিনি জবানবন্দিতে বলেছিলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমনে সরাসরি 'লেথাল উইপন' (মারণাস্ত্র) ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত বছরের ১৮ জুলাই শেখ হাসিনার ওই নির্দেশনা তিনি পেয়েছিলেন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের মাধ্যমে।

আড়াই ঘণ্টা ধরে পড়া হলো রায়, এরপর এল মৃত্যুদণ্ডের আদেশ:

সাড়ে চার'শ পৃষ্ঠার রায়ের সংক্ষিপ্ত অংশ দুই ঘণ্টার বেশি সময় ধরে একাধিকক্রমে পড়েন তিন বিচারক। রায়ের সময় শেখ হাসিনা সহ আসামিদের অপরাধের প্রমাণ হিসেবে আমলে নেওয়া ফোনালাপের রেকর্ড শোনানো হয়, জুলাই সহিংসতা নিয়ে জাতিসংঘ প্রতিবেদনও উপস্থাপন করা হয়। রায়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা ও সাবেক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। পাশাপাশি জুলাই শহীদদের পরিবারকে এবং আহতদের ক্ষতিপূরণ দিতেও বলা হয় এই রায়ে।

বিচারক শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করতেই এজলাসে উপস্থিত অনেকেই হাততালি দিয়ে

ক্রমশঃ

সিনেমার খবর

শাহরুখের নামে দুবাইয়ে পাঁচতারা হোটেল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের নামে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে তৈরি হলো একটি বিলাসবহুল পাঁচতারা হোটেল। রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠান 'দানুবে' এই হোটেলটি নির্মাণ করেছে। ৫৬ তলার বহুতল ভবনের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে থাকবে কিং খানের মূর্তি, দুই বাহু ছড়িয়ে নেওয়া আইকনিক পোজে। হোটেলের নাম রাখা হয়েছে 'শাহরুখজ দানুবে'।

শুক্রবার মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নিজেই হাজির ছিলেন শাহরুখ খান। নিজের নামে এমন হোটেল ও মূর্তি দেখে কিং খানের আবেগপ্রকাশ স্পষ্ট ছিল। তিনি বলেন, 'আমার জীবনে অনেক কিছু রয়েছে। কিন্তু সিনেমা ছাড়া কোথাও আমার নাম এতটা দেখা যায়নি। এটি আমার জন্য সত্যিই অনেক বড় উপহার।'

দানুবে সংস্থার চেয়ারম্যান রিজওয়া সজনের সঙ্গে শাহরুখ খানের আইকনিক পোজে ছবি তোলার মুহূর্তও দর্শক ও অনুরাগীদের জন্য আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কিং খান আরও বলেন, 'আমি কখনো নিজেকে এভাবে ভাবিনি। বহু মানুষ এই শহরে বাড়ি তৈরির স্বপ্ন দেখেন, আর আমি যদি তাদের স্বপ্নের পথে এক অনুপ্রেরণা হতে পারি, এতে কি ক্ষতি আছে?'

জানা গেছে, আগামী তিন-চার বছরের মধ্যে বহুতল ভবনটির নির্মাণকাজ শেষ হবে। ভবনের প্রবেশপথে থাকবে শাহরুখ খানের মূর্তি। টাওয়ারের প্রবেশদ্বারে থাকবে তার স্বাক্ষরযুক্ত একটি ভাস্কর্য। অনুরাগীরা এখানে এসে ছবি তুলতে পারবেন।

কাজলের প্রাক্তনকে ঘিরে রহস্য ফাঁস, আলোচনায় টুইঙ্কেলের নামও!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফের আলোচনায় বলিউড অভিনেত্রী কাজল। অজয় দেবগনের সঙ্গে সম্পর্ক ঘিরে টানাপড়েনের গুঞ্জনের মাঝেই সামনে এল নায়িকার এক প্রাক্তন প্রেমিকের প্রসঙ্গ; যেখানে জড়িয়ে গেলেন অভিনেত্রী টুইঙ্কেল খান্নাও।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারধর্মী অনুষ্ঠানে কাজল ও টুইঙ্কেল দুজনেই জানান—তাদের দু'জনেরই একজন 'কমন' প্রাক্তন প্রেমিক রয়েছে। এ কথা বলতেই টুইঙ্কেলকে তৎক্ষণাৎ থামিয়ে দেন কাজল।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা ভিকি কৌশল ও কৃতি স্যানন। অনুষ্ঠানের একটি পর্বে বিভিন্ন ইস্যুতে 'সম্মতি বা দ্বিমত' জানাতে হয় অতিথিদের। সেখানে একটি বিষয় ছিল—'প্রিয় বন্ধুর প্রাক্তনের সঙ্গে কখনও প্রেম করা উচিত নয়।'

এ বিষয়ে কাজল ও টুইঙ্কেল একমত হলেও ভিকি ও কৃতি জানান তাদের দ্বিমত। ভিকির যুক্তি, বন্ধু ও তার প্রাক্তনের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেলে এবং দুজনই জীবনে এগিয়ে গেলে, অন্য কারও ওই প্রাক্তনের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ানোতে সমস্যা থাকার কথা নয়। আর সমস্যা হলে বুঝতে হবে—বন্ধু ও তার প্রাক্তনের সম্পর্ক আসলে পুরোপুরি শেষ হয়নি।

ভিকির এ মন্তব্যের পর আলোচনা আরও জমে ওঠে। তখনই কাজলের কাঁধে হাত রেখে টুইঙ্কেল বলে বসেন, 'আমাদেরও একজন কমন প্রাক্তন রয়েছে কিন্তু!' টুইঙ্কেলের কথায় খানিকটা বিস্মিত হয়ে কাজল সঙ্গে সঙ্গে বলেন, 'দয়া করে চুপ করো। একেবারে চুপ!'

যদিও সেই প্রাক্তনের নাম প্রকাশ করেননি তারা কেউই। তবে নেটিজেনদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে তীব্র কৌতূহল তৈরি হয়েছে।

নেটিজেনদের একাংশের ধারণা—ওই ব্যক্তি পরিচালক অভিষেক কাপুর। তাদের অনুমান, টুইঙ্কেলের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ানোর আগে কিছুদিন কাজলের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিল তার। তবে এটি কেবল ভক্তদের অনুমান—যার কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই।

'দিদি নাম্বার ১' এ থাকছেন না রচনা ব্যানার্জি?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতার জনপ্রিয় টিভি শো 'দিদি নাম্বার ১' মানেই টালিউড অভিনেত্রী রচনা ব্যানার্জী। এক যুগের বেশি সময় ধরে ছোটপর্দার দর্শকদের প্রিয় গেম শো এটি। এত দীর্ঘ সময় ধরে চললেও, দর্শক মনে একটুও ফিকে হয়নি জি বাংলার এই নন-ফিকশন শো। সাধারণ মানুষ তো বটেই, বিভিন্ন পর্বে তারকারা এসে নজর কাড়েন সকলের।

অনুষ্ঠানে রচনা ব্যানার্জীর সাবলীল ও মন্ত্রমুগ্ধকর উপস্থাপনা ঘিরে দর্শক আগ্রহ তুঙ্গে। অথচ ব্যস্ততার কারণে এবার জনপ্রিয় এ টিভি শোতে বিরতি টানছেন তিনি। টিভি শো'টির নতুন প্রোমো প্রকাশ্যে আসতেই চমকে গেলেন অনুরাগীরা।

জি বাংলার 'ফ্লোর ডিরেক্টর' রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছে রচনার সঙ্গে আলোচনা করেই। চ্যানেলও একই মত দিয়েছে। রচনার জায়গায় সঞ্চালকের ভূমিকায় হাজির হবেন 'মীরাক্কেল'খ্যাত মীর আফসার আলি! স্বাভাবিকভাবেই উঠল প্রশ্ন, হঠাৎ এই বদল কেন?

এ প্রসঙ্গে রাজীব জানান, মাত্র তিনটি পর্বে দেখা যাবে মীরকে। এরপরই আবার সঞ্চালনায় ফিরবেন রচনা। তবে তিনি এখন কোথায়—সেটাই ভাবছেন অনুরাগীরা। ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর, অভিনেত্রী নাকি বিদেশে রয়েছেন। সেই কারণেই অস্থায়ী এই পরিবর্তন।

বিরলতম ইতিহাসের নজির ভারত: প্রথম "দৃষ্টিহীন মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপ"- এ চ্যাম্পিয়ন ভারত

অপরাজিত যাত্রা: পুরো প্রতিযোগিতা ধরে ভারত একটিও ম্যাচ হারায়নি, যা দলগত পরিকল্পনা এবং মানসিক দৃঢ়তার প্রতিফলন

(শেষ পর্ব)

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ক্ষমতায়ন করে। মূলধারার ক্রিকেট থেকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়দের জন্য উপযুক্ত পরিবর্তন সহ অভিযোজিত, খেলাটি অক্ষমতাকে অতিক্রম করে, প্রমাণ করে যে দৃষ্টিশক্তি শ্রেষ্ঠত্বের পূর্বশর্ত নয়। এটি ক্রীড়াপ্রেম, আত্মবিশ্বাস এবং স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি করে, একই সাথে অন্তর্ভুক্তির জন্য একটি বিশ্বব্যাপী প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে। মাঠের বাইরে, অন্ধদের জন্য ক্রিকেট পরিবর্তনের জন্য একটি অনুঘটক, সামাজিক বাধা ভেঙে খেলোয়াড়দের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত হওয়ার, লক্ষ লক্ষ অনুপ্রেরণা জাগানোর এবং সম্ভাবনাগুলিকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করার সুযোগ দেয়।

ক্যাবি সম্পর্কে

ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য ব্লাইন্ড ইন ইন্ডিয়া (CABI}) হল শীর্ষ সংস্থা যা ভারত জুড়ে অন্ধদের জন্য ক্রিকেট আয়োজন ও পরিচালনা করে এবং এটি ওয়ার্ল্ড ব্লাইন্ড ক্রিকেট (WBC}) এর সাথে অনুমোদিত। CABI হল সমর্থনম ট্রাস্ট ফর দ্য ডিজএবল্ডের ক্রিকেট শাখা যা ভারতে অন্ধদের জন্য ক্রিকেট পরিচালনা করে।

ব্লাইন্ড ক্রিকেটের অর্জন

- প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০১২
- ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ ২০১৪
- চতুর্থ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ২০১৪
- ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ ২০১৫
- টি-২০ এশিয়া কাপ ২০১৬
- দ্বিতীয় টি-২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০১৭
- ৫ম ওয়ানডে বিশ্বকাপ ২০১৮
- ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা দ্বিপাক্ষিক সিরিজ ২০১৮
- ভারত-ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা দ্বিপাক্ষিক সিরিজ ২০১৮
- জ্যামাইকাতে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ ২০১৯
- ভারত বনাম বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সিরিজ ২০২১
- ভারত তৃতীয় টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২২ জিতেছে
- আইবিএসএ ওয়ার্ল্ড গেমস পুরুষ -রৌপ্য
- আইবিএসএ ওয়ার্ল্ড গেমস মহিলা -স্বর্ণ
- ভারত বনাম নেপাল মহিলা দ্বিপাক্ষিক সিরিজ ২০২৪

ক্যাবি সম্পর্কে:

"ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য ব্লাইন্ড ইন ইন্ডিয়া (ক্যাবি) হল শীর্ষ সংস্থা যা ভারত জুড়ে অন্ধদের জন্য ক্রিকেট আয়োজন ও পরিচালনা করে এবং এটি ওয়ার্ল্ড ব্লাইন্ড ক্রিকেট (WBC) এর সঙ্গে অনুমোদিত। ক্যাবি হল সমর্থন ট্রাস্ট ফর দ্য ডিজএবল্ডের ক্রিকেট শাখা যা ভারতে অন্ধদের জন্য ক্রিকেট পরিচালনা করে।

অন্ধদের জন্য খেলাধুলা/ক্রিকেট - ৩০টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ক্রিকেট বোর্ড, ৩০,০০০ অন্ধ ক্রিকেটার, ভারতীয় অন্ধ ক্রিকেটের ব্যবস্থাপনা।

প্রথম মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৫:

অন্ধ মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট বিশ্বকাপ একটি অগ্রণী উদ্যোগ যা অন্তর্ভুক্তি, ক্ষমতায়ন এবং ক্রীড়া উৎকর্ষতাকে তুলে ধরে। ছয়টি দেশের অংশগ্রহণের মাধ্যমে, এই মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্ট দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মহিলা ক্রিকেটারদের তাদের প্রতিভা, দৃঢ়তা এবং স্থিতিস্থাপকতা প্রদর্শনের জন্য একটি বিশ্বব্যাপী প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে। প্রথমবারের মতো, ভারত এই ঐতিহাসিক বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য গর্বিত, যা অন্ধ মহিলাদের ক্রিকেটে তার নেতৃত্বকে আরও শক্তিশালী করে। সমর্থনম এবং CABI কর্পোরেট অংশীদারদের এই অনুষ্ঠানকে একটি দুর্দান্ত সাফল্যের সাথে একত্রিত করার জন্য সহযোগিতা করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়, একটি মহৎ উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কেন ব্লাইন্ড ক্রিকেটকে সমর্থন করবেন?

"অন্ধদের জন্য খেলাধুলা একটি ন্যায্য সাধনা, যা শারীরিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে। ভারতে ক্রিকেট কেবল ধর্মের চেয়েও বেশি কিছু নয়, এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়দের আবেগকে সমর্থন করা তাদের সহজাত ক্রীড়াপ্রেমকে শক্তিশালী করে। খেলাটি শৃঙ্খলা, দলবদ্ধতা, ফিটনেস, কৌশলগত পরিকল্পনা এবং প্রতিযোগিতামূলকতা জাগিয়ে তোলে, প্রতিবন্ধীদের চেয়ে দক্ষতার উপর মনোযোগ দেয়। পরিশেষে, অন্ধ ক্রিকেট দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মূলধারায় একীভূত হতে সাহায্য করে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে?"

দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ক্রিকেট একটি ইতিবাচক রূপান্তরকারী হাতিয়ার + চাহিদার বিবরণ: খেলাধুলার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন, আত্মবিশ্বাস তৈরি এবং নেতৃত্বের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রিকেটে অন্ধ পুরুষ ও মহিলাদের প্রশিক্ষণ - এইভাবে সামাজিক অন্তর্ভুক্তির পথ প্রশস্ত করবে। প্রশিক্ষণ তাদের শিক্ষা, জীবিকা নির্বাহের প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ অর্জনে অনুপ্রাণিত করবে।

সংগঠনের প্রতিক্রিয়া: সমর্থন কর্তৃক প্রবর্তিত অন্ধ ক্রিকেটের ধারণাটি ভারতজুড়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী তরুণদের দ্বারা সমাদৃত হয়েছিল। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাস্তুতন্ত্রের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া একাধিক অংশীদারকে একত্রিত করেছিল, যা এই কর্মসূচির স্থায়িত্ব নিশ্চিত করেছিল। সমর্থনম ট্রাস্ট ফর দ্য ডিজঅ্যাবল্ড ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য ব্লাইন্ড ইন ইন্ডিয়া (CABI) গঠনে সহায়তা করেছিল, যা দেশে অন্ধ ক্রিকেট তত্ত্বাবধান এবং আয়োজনের জন্য শীর্ষ সংস্থা। CABI ওয়ার্ল্ড ব্লাইন্ড ক্রিকেট (WBC) এর সাথে অনুমোদিত।

পটভূমি এবং ন্যায্যতা

- খেলাধুলায় লিঙ্গ বৈষম্য— নারী ক্রিকেট, যদিও ক্রমবর্ধমান, তবুও সীমিত তহবিল, অপর্যাপ্ত অবকাঠামো এবং কম পেশাদার সুযোগের মতো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।
- ক্রিকেটের সামাজিক প্রভাব — প্রতিযোগিতার বাইরে, ক্রিকেট দলগত কাজ, নেতৃত্ব এবং স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে, যা নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- বর্তমান ঘাটতি— অপর্যাপ্ত তৃণমূল কর্মসূচি, মহিলা কোচদের জন্য তহবিলের অভাব, মহিলা লীগগুলির জন্য সীমিত অভিজ্ঞতা এবং অপর্যাপ্ত অ্যাক্সেসযোগ্য সুযোগ-সুবিধা এখনও মূল চ্যালেঞ্জ।

বছরের পর বছর ধরে, অন্ধ ক্রিকেট পুরুষদের ক্ষমতায়ন করে আসছে। এখন, অন্ধ মহিলাদের ক্রিকেট প্রবর্তন খেলাধুলায় লিঙ্গ সমতার দিকে একটি বড় পদক্ষেপ, যা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মহিলাদের প্রতিযোগিতা, উৎকর্ষতা এবং অনুপ্রেরণার জন্য একই প্ল্যাটফর্ম নিশ্চিত করে।

- বাধা ভাঙা - লিঙ্গ বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করে এবং নেতৃত্ব, আত্মবিশ্বাস এবং আত্ম-আবিষ্কারের জন্য একটি নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক স্থান প্রদান করে।
- সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং ক্ষমতায়ন - নারীদের ভয় এবং সামাজিক বিধিনিষেধ কাটিয়ে উঠতে, স্বীকৃতি, সম্মান এবং আর্থিক স্বাধীনতা অর্জন করতে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য আদর্শ হয়ে উঠতে সহায়তা করে।
- সুযোগ সম্প্রসারণ - তহবিল, অবকাঠামো এবং দৃশ্যমানতার ব্যবধান দূর করে, শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং বিশ্বব্যাপী ক্রীড়া অংশগ্রহণকে উন্মুক্ত করে।
- ভবিষ্যত গঠন - প্রতিবন্ধী তরুণীদের অনুপ্রাণিত করে, প্রতিভা এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে মানসিকতা পরিবর্তন করে এবং প্রশিক্ষণ, সুযোগ-সুবিধা এবং তৃণমূল পর্যায়ের কর্মসূচিতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে।

এটি কেবল শুরু-অন্ধ মহিলাদের ক্রিকেট অন্তর্ভুক্তিকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করবেই তা নয়, সুযোগ তৈরি করবে এবং উৎকর্ষের উত্তরাধিকার গড়ে তুলবে অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে যারা লড়াই করে চলেছে। এক বুক ভরা শান্তি ও স্বস্তির নিশ্বাস নেবে তাদের বাবা - মা রাও। আজ সেই দিন। প্রতিবন্ধকতাকে বুড়ো আঙুল না দেখিয়ে বিজয়ের আঙুল দেখানোর দিন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR